সংবাদ

তারিখ 27 OCT 2016
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৮

৬ মাসে আলিম উদ্দিন স্কুলের ২০ ছাত্রীর বাল্যবিয়ে

প্রতিনিধি, জামালপুর

জামালপুর সদর উপজেলার মেষ্টা ইউনিয়নে স্কুলছাত্রীদের বাল্যবিয়ে মারাত্মক সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। বিশেষ করে মেষ্টা ইউনিয়নের চরমল্লিকপুর, চান্দের হাওড়া, আরংহাটি ও হরিপুর গ্রামের অধিকাংশ স্কুল ছাত্রীদেরই বাল্যবিয়ে হচ্ছে। গত ছয় মাসে এ ইউনিয়নের আলিম উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ের ২০ জন ছাত্রীর বাল্য বিয়ে হয়ে গেছে। এসব বাল্যবিয়ের জন্য শিক্ষা, নিরাপত্তা ও সচেতনতার অভাবকে দায়ী করেছেন সচেতন মহল।

সরেজমিন ঘুরে জানা গেছে, আলিম উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির ৫২ জন ছাত্রীর মধ্যে গত ছয় মাসে বিয়ে হয়েছে ১৪ জনের। তাদের মধ্যে বিবাহিতা ববিতা আক্তার, সুমী আক্তার, তানিয়া আক্তার ও সবুজা বেগম নিয়মিত স্কুলে আসলেও অন্যদের পড়ালেখা বন্ধ হয়ে গেছে। একই বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ৪৮ জন ছাত্রীর মধ্যে নয়জনের এবং দশম শ্রেণির ৩৫ জনের মধ্যে তিন জনের বিয়ে হয়েছে। তারা, প্রত্যেকেই বিদ্যালয়ে আসা বন্ধ করে দিয়েছে। এছাড়াও ওই বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী মোছা. নীলা, মোছা. মোসলিমা, মোছা. কুশুম ফুল ও আফরোজা খাতুনের বিয়ে হয়ে যাওয়ায় তারা মাধ্যমিক স্তরেই শিক্ষা থেকে ঝড়ে পড়ার উপক্রম হয়েছে। জামালপুর সদর উপজেলার মল্লিকপুর গ্রামের বাসিন্দা আলিম উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী বিবাহিতা জেসমিন আক্তার জানান, 'আমি বাবা মাকে নিষেধ করা সত্ত্বেও তারা আমার মতের বিরুদ্ধে সরিষাবাড়ী এলাকার একজন চাকরিজীবী ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়েছেন। তবে আমার স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজন আমার বাবা মায়ের সঙ্গে কথা বলে আমাকে পড়ালেখা চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ দিয়েছেন। তাই আমি নিয়মিত স্কুলে যাই। মল্লিকপুর গ্রামের দুলাল মিয়া জানান, আমি গরিব মানুষ, এলাকার কিছু বখাটে ছেলেদের ভয়ে মেয়েকে নিয়ে সব সময় দুশ্চিন্তায় থাকতে হয়। তাই ঢাকা গার্মেন্টে চাকরি করা একটি ভালো ছেলে পেয়ে মেয়ে মোছা. ববিতা আক্তারকে বিয়ে দিয়ে আলিম উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়ালেখা চালিয়ে যাচ্ছি। এলাকাবাসীর অভিযোগ, মেষ্টা ইউনিয়নের নিকাহ রেজিস্টার শামীম আহম্মেদ ও তার সহকারী ইসমাইল হোসেন নানা অনিয়ম দুর্নীতির আশ্রয়ে চরমল্লিকপুর, চান্দের হাওড়া, আরংহাটি ও হরিপুর গ্রামের বাসিন্দা আলিম উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের বিয়ের রেজিস্ট্রি করে থাকেন। তাই ওই এলাকার বাল্য বিয়ে বন্ধ হচ্ছে না। তবে নিকাহ রেজিস্টার শামীম আহমেদ বলেন, এলাকার কোন বাল্যবিয়ে রেজিস্ট্রির সঙ্গে আমার কোনো সম্পৃক্ততা নেই। আলিম উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. আবদুল্লাহ জানান, আমাদের এলাকায় শিক্ষার হার কম। তাই সামাজিক সচেতনতার অভাবে এবং স্থানীয় নিকাহ রেজিস্টারদের অনিয়ম দুর্নীতির কারণে বাল্যবিয়ের প্রবণতা রোধ হচ্ছে না। এতে এলাকার নারীরা মাধ্যমিক স্তরেই শিক্ষা থেকে ঝড়ে পড়ছে। তবে বাল্যবিয়ের কুফল সম্পর্কে ঘনঘন সচেতনতামূলক সভা সমাবেশ করলে এ সামাজিক ব্যাধি থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব বলেও তিনি জানান। মেষ্টা ইউপি চেয়ারম্যান জামিনুর ইসলাম তালুকদার বলেন, 'স্কুলছাত্রীদের বিয়ের ব্যাপারে অভিভাবকেরা না জানিয়ে গোপনে বিয়ে দিলে আমাদের কিছু করার থাকে না। তবে বাল্যবিয়ের ব্যাপারে খোঁজখবর নেয়া হচ্ছে। ভবিষ্যতে যাতে এলাকায় আর কোনো বাল্যবিয়ে না হয় এজন্য চেষ্টা চালানো হবে।' এ ব্যাপারে জেলা প্রশাসক মো. শাহাবুদ্দিন খান জানান, সদর উপজেলার মেষ্টা ইউনিয়নের আলিম উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের বাল্যবিয়ের বিষয়টি আগে কখনো জানা হয়নি। তবে খোঁজখবর নিয়ে ওই এলাকার বাল্যবিয়ে রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।